প্রথম আলো

তারিখ ... 15 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ■ মো. জসিম উদ্দিন

# ভর্তি-উত্তর আসনশূন্যতা

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। দেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় সরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আসন খুবই সীমিত। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে কিছু সংখ্যক অতি মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এখানে উল্লেখ্য যে বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ভালো প্রতিষ্ঠান কিংবা ভালো বিষয় পাওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী আগে ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ভর্তি বাতিল করে অধিক কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। ফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-উত্তর যে সমস্যাটি সামনে চলে আসে তা হলো আসনশূন্যতা। বিগত বছরগুলোর পরিসংখ্যান টানলেই মনে হবে অনেক নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ডাকার পরও এক-তৃতীয়াংশ বা ততোধিক আসন শূন্য পড়ে ছিল। সুতরাং স্পষ্টতই দৃশ্যমান যে অনেক ছাত্রছাত্রী যেমন কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না, তেমনি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন পরিপূর্ণ রাখতে পারছে না। দেশ ও জাতির জন্য এটি অনেক বড় একটি সমস্যা।

ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের হয়রানি রোধে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) অনেক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভর্তি-পরবর্তী আসনশূন্যতা রোধে তেমন কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আসনশূন্যতা সমাধানকল্পে নিম্নে আমার মতামত তুলে ধরলাম :

১। সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ নিজস্ব গতানুগতিক পদ্ধতিতেই ভর্তি পরীক্ষা নেবে কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা শেষে সব প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট একটি তারিখে (সম্ভব না হলে দুই-তিন দিনের মধ্যেই) একযোগে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করবে। এতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠান বা কাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে অনেকটাই অবগত হয়ে যাবে।

২। সব প্রতিষ্ঠান ফলাফল প্রকাশের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ভর্তির কাজ সম্পন্ন করবে। এখানে উল্লেখ্য যে একই দিন সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির তারিখ নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। ছাত্রছাত্রীদের সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ উন্মুক্ত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিভাগ অনুযায়ী তারিখ নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা আলাদা ভর্তির তারিখ নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। যেমন ঢাকা বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রথম সপ্তাহ রাখা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বুয়েটে প্রথম দিন, মেডিকেল কলেজগুলোতে দ্বিতীয় দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় দিন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ দিন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম দিন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অবশিষ্ট দুই দিন। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম থাকায় অন্যান্য বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানে পরে দুই-তিন দিন করে নির্ধারণ করা যেতে পারে। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পরবর্তী দুই সপ্তাহ ধরে ভর্তি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে পরবর্তী দুই সপ্তাহ ধরে দ্বিতীয়বার অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ডাকা যেতে পারে। সুতরাং মাত্র এক মাসে ছাত্রছাত্রীরা যেমন তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠান বেছে নিতে সক্ষম হবে, তেমনি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ওই সময়ে তাদের নির্ধারিত আসন অপূর্ণ থাকলে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পূর্ণ করতে পারবে।

> সব বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে ক্লাস শুরু করতে হবে এবং প্রথম সপ্তাহে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীর ভর্তি বাতিল করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পূরণ করে নিতে হবে।

৩। প্রতিটি ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ মাত্র একবারই দেওয়া উচিত। এটি আসনশূন্যতা রোধে খুবই কার্যকর হবে। বর্তমানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ নিয়ম প্রচলিত আছে।

৪। সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে মূল সনদপত্র, নম্বরপত্র, ও প্রশংসাপত্রের মূল কপি প্রদর্শন করে সত্যায়িত ফটোকপি জমা দেওয়া যাবে এই শর্তে যে সব বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি শেষে পরবর্তী দুই দিনের (আগে নির্ধারিত) মধ্যে মূল সনদপত্র জমা দিতে হবে। অন্যথা ভর্তি বাতিল করা হবে।

৫। মূল সনদপত্র প্রাপ্তির ভিত্তিতে পরবর্তী দিন সব বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে শূন্য আসনসংখ্যা এবং তার বিপরীতে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা শুরু করবে। আগের মতো দুই সপ্তাহ ধরে পর্যায়ক্রমে ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। এ ক্ষেত্রে মূল সনদপত্র ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে দরখাস্ত করে তুলে নিতে হবে এই শর্তে যে ১৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই মূল সনদপত্র জমা দেবে। আগের মতো মূল সনদপত্র জমা দেওয়ার তারিখ নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং ওই তারিখের পরের দিন শূন্য আসনসংখ্যা প্রকাশ করা যেতে পারে। এভাবে পরবর্তী ১৫ দিন ধরে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি করতে হবে।

৬। সব বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে ক্লাস শুরু করতে হবে এবং প্রথম সপ্তাহে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীর ভর্তি বাতিল করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে পূরণ করে নিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল সম্ভাবনাময় দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সীমিত আসনের সবগুলোতে ছাত্রছাত্রী ধরে রাখতে পারলে দেশ অনেকখানি এগিয়ে যাবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু তাদের নিজস্ব নিয়মে পরীক্ষা নিয়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে পারবে, তাই সরকারের সঙ্গে বিষয়টি বিরোধপূর্ণ হবে না। সরকার শুধু ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের তারিখ, ভর্তির তারিখ ও পাঠদান শুরুর তারিখ নির্ধারণ করে দিলেই আসনশূন্যতা সমস্যার সহজ সমাধান হবে বলে মনে করি। ইউজিসির মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যেতে পারে।

● ড. মো. জসিম উদ্দিন : সহযোগী অধ্যাপক, ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।
jasimfm11@yahoo.co.in